নূতন সংস্করণ :
৭ই ভাদ্র,
১৮৮০ শকাব্দ

দু' টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি.এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস
৩৩-বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ০

উৎসর্গ

বড় মামা

শ্রীতুলসীচরণ বসু

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু



সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১) পলাতক	
বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিল নগরের পরে,	১
২) ভৌগোলিক	
হিমালয় নাম মাত্র,	২
৩) পূষন্	
আর সে সোনালি রোদ নয়	৪
৪) কাক ডাকে	
খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;	৫
৫) ইঁদুরেরা	
ইঁদুরেরা সারারাত	৭
৬) পাখিদের মন	
নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,	৯
৭) ইস্পাত	
খনির গভীর গর্ভে	১০
৮) ফেরারী ফৌজ	
নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,	১২
৯) সুড়ঙ্গ	
রেলের আঁধার সুড়ঙ্গটা	১৫
১০) জনৈক	
নাম তার জানি নাকো ;	১৮
১১) আদ্যিকালের বুড়ি	
এক যে ছিলো অ্যামিবা,	২১
১২) 'তেন ত্যক্তেন'	
ছাগলছানা লাফিয়ে চলে,	২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩) কালাধলা ভাই আমার	
এ-পারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌	২৪
১৪) পাখি	
কত পাখি উড়ে চলে যায়।	২৫
১৫) প্রেতায়িত	
প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ	২৭
১৬) জয়	
সূর্যের প্রথম নাম	২৯
১৭) কথা	
তারপরও কথা থাকে,	৩১
১৮) প্রাচীন পদ্ধতি কোনো	
প্রাচীন পদ্ধতি কোনো	৩৩
১৯) আরো এক	
আরো একজন আছে	৩৬
২০) নিঃসঙ্গ	
নদী যদি পড়ে পথে যেতে,	৩৭
২১) তিনটে জোনাকি	
একটি জানালা আর	৩৯
২২) যদিও মেঘ চরাই	
হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,	৪০
২৩) সংশপ্তক	
এখনো যে তারা ফেরারী	৪১
২৪) নৌকো	
মনে পড়ে	৪৩

বিষয় | পৃষ্ঠা

২৫) ট্রেন থেকে
ট্রেনের কামরায় ছিলাম বসে, ৪৫

২৬) নতুন পোল
বড় গঙ্গার দুধারে ৪৬

২৭) গ্রামান্তে রাত্রি
গ্রামের উপর রাতের নিবিড় অন্ধকার ৪৭

২৮) স্তব্ধতা
হে আমার মৌন নীল রাত্রি, ৪৯

২৯) পোলের ওপর পাঁচুই মাঘ
নদীর ওপর সকালবেলার কুয়াশা ৫০

৩০) ফ্যান
নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব ৫১

৩১) ছোঁয়া
সারাদিন ঘেঁষাঘেঁষি মানুষের ভীড়ে ৫৩

৩২) প্রহসন
সূর্যের অঢেল রোদ পৃথিবী পেয়েছে এযাবৎ। ৫৫

৩৩) তিনটি গুলি
তিনটি গুলির পর ৫৭

প লা ত ক

বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিল নগরের পরে,
ক্ষিপ্ত দানবের মতো ঘুরে ঘুরে কারে যেন করিল সন্ধান।
রুদ্ধশ্বাস নগরের দীপগুলি গেলো নিভে সভয়ে কম্পিত :
বিছানায় জেগে বসে শুনিলাম ফুকারিছে যেন কার নাম।

অন্ধকার চূর্ণ করে বজ্রাগ্নি জ্বালিল কত, ব্যর্থকাম তবু
ফিরে গেলো অবশেষে, শেষ অভিশাপ রেখে অশান্ত তুফানে
ঘুম আর এলো নাকো ; ঝটিকার আস্ফালনে সারা নিশি ভোর
সমস্ত আকাশে যেন মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত সেই এক নাম।

সে নাম শুনিনি কভু, তবু যেন মনে হয়, নয় সে অচেনা ;
এই নগরের পথে তারে যেন কোনো দিন দেখেছি কোথাও।
কোন্ স্বর্গ-বঞ্চনার পাতকে সে পলাতক দেবরোষ হতে,
বজ্রগর্ভ মেঘ কাল শঙ্কিত নগরে যার হেঁকে গেলো নাম !

ভৌ গো লি ক

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা ;
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।

দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের,
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেলো মজে হেজে ঃ
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর,
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায় !

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে ;

তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
—ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে

সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই !

পূষন্

আর সে সোনালী রোদ নয়
আর নয় মেঘের মাধুরী।
বৈশাখের সূর্য এলো নির্মম কঠিন,
খুঁজে ফেরে তোমায় আমায়,
বহ্নি-নখে বিদারিতে চায়
গভীর মাটির নিচে সুপ্তিমগ্ন বীজের মতন।

জ্বলন্ত আহ্বান তার
গহন মর্মের কোষে করি অনুভব।
জাগিবে না এখনো বিপ্লব?
সর্ব আবরণ ছিঁড়ে উলঙ্গ হৃদয়
চাবে নাকো আকাশের পরিচয়!

বার বার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি,
হে পূষন্! কবে হবো শুচি?

কাক ডাকে

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় করে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক !
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু ।

মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই ।
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
—বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা ।
সব ঝড় পার হয়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল ।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি ।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে

ফেরারী ফৌজ

অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট ।
কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধু-ধু-করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো ।

আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে পড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে ।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে রবে ।
ক্ষণে ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর ।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে !

ইঁ দু রে রা

ইঁদুরেরা সারারাত
অন্ধকারে চরে।
ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটা আর রুদ্ধশ্বাস থামা,
দুরু দুরু বুক নিয়ে বিস্ফারিত চাওয়া-
ইতস্ততঃ বিতাড়িত যেন সব
ছোট-ছোট হীন তুচ্ছ ভয়,
জীবনের সুরে গাঁথা, তবু মৃত্যুময়।

সারারাত অন্ধকারে
শুনি তারা করে খুট্‌খাট্‌,
দুর্বল লোভের গ্রাসে লুঠ করে
ভাঁড়ার ও মাঠ,
তারপর কণা-কণা রাত্রি মুখে করে,
ফিরে যায় আপন বিবরে।

কোন্ এক আদি যুগে আশ্চর্য সকাল
হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিগন্ত,
এদেরো তো দিয়েছিলো ডাক!
পাখিদের ঝাঁক
সহসা ডানার শব্দে সচকিত করেছে প্রান্তর।
একবার চোখ তুলে ভীত ত্রস্ত পায়ে,
এরা ফের খুঁজেছে বিবর।

ফেরারী ফৌজ

রাত্রির সঞ্চয় নিয়ে
এই সব শঙ্কাতুর আবছায়া মন
শুধু প্রাণ-দ্রোহ করে সুগভীর আঁধারে লালন
দিনের তপস্যা হতে যত বাড়ে উজ্জ্বল প্রহর
ভরাট হয় না তবু জীবনের আদিম বিবর।

পাখিদের মন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।

আর শুধু মাটি নয় শস্য নয়,
নয় শুধু ভার ;
আর এক বিদ্রোহী ধিক্কার—
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।

আজো এরা মাঠে ঘাটে মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সব কিছু দায় :
তবু এক সুনীল শপথ
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে।
জীবনের বাঁকে বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বুকে বিঁধে রয়,
সে উত্তাপে গলে গিয়ে হয়ে যায় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।

কোনো দিন এ-হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন
—আর এক সূর্য সচেতন।

ই স্পা ত

খনির গভীর গর্ভে
চাপ-চাপ অন্ধকার কেটে,
তুলে নিয়ে এসে যদি
জ্বালো এক প্রচণ্ড আগুন,
বিশাল ফুটন্ত পাত্রে
জ্বাল দাও দীর্ঘ রাত্রিদিন—
দুঃসহ সে অগ্নি-পরীক্ষায়
দেখা দিতে পারে এক মৃত্তিকার ঘুমন্ত বিস্ময়।

সব মলা, সব গাদ, তারপর বাদ দিলে ছেঁকে,
অনেক চোলাই হলে অনেক ঢালাই
মেলে এক পরিশুদ্ধ কঠিন বিদ্যুৎ,
—নীলাভ ইস্পাত।

গড়ে-পিটে সে ইস্পাত
হতে পারে খর তরবার
আগুন ও হিমে সেঁকে ধুয়ে,
আর বুঝি খাদ দিয়ে কিছু
—কিছু ছাই, কিছু স্বপ্ন,
আর সেই একান্ত গোপন
আত্মা-সহচর নীল তারাটির গভীর প্রত্যয়।

উলঙ্গ উৎসুক
ঝলসিত সুতীক্ষ্ণ নির্মল—

ইস্পাত

কোনো খাপে এই অসি যায় নাকো ভরা
শত্রুর শোণিতে কভু না হয় রঞ্জিত।

রাজার কুমার বৃথা
এই অসি খোঁজে তেপান্তরে,
সদাগর ঘুরে মরে বন্দরে বন্দরে
সপ্ত ডিঙা নিয়ে।
এ কৃপাণ যায় না তো কেনা।
তারা বুঝি এখনো জানে না
এ অসির কঠোর কড়ার।

শুধু যারা একাধারে
আগুন ও পৃথিবীর কন্দরের অন্ধকার চেনে,
জানে দোলা মরু থেকে মেরুর তুষারে,
তারা কেউ কেউ
পেয়ে যেতে পারে এই আশ্চর্য ইস্পাত।

এই তরবার যার হাতে ঝলসায়,
ঘুম তার কেটে যায় সারা জীবনের,
ঘুচে যায় সমস্ত বিশ্রাম।
মৃত্যু ও রাত্রির দুর্গ যেখানে যেথায়,
খুঁজে খুঁজে নিয়ে,
অবিরাম অবরোধে আপনারে নিঃশেষে আহুতি
—এই তার নির্মম নিয়তি।

ফেরারী ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
সুমের, আক্কাড আর গাঢ়-পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্বলে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি ;
—সূর্যসেনা তারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।

মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে বসে,
সচকিত হয়ে তারা
শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো সাজো, ডাকে কোন্ অলক্ষ্য আদেশ।

জনে জনে যুগে যুগে
বার হয়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো গুঁড়ো করে সারা আকাশে ছড়ানো।

সহসা জেনেছে তারা,
এই সব সূর্য-কণা তিল তিল করে,
বয়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,

রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ঙ্কর চক্রান্তের গুপ্তচর-রূপে।

এক একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে.
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে,
তারা সব হয়েছে বাহির।

সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর সরে গেছে প্রতি পায়ে পায়ে ;
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রূকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিগ্বিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট!
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো করে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।

ফেরারী ফৌজ

তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে শাণিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে
কোথা কোন্ লুকানো কৃপাণে
ফেরারী সেনার।

এখনো ফেরারী কেন?
ফেরো সব পলাতক সেনা।
সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো।
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হলো ফেরারী ফৌজের।

সুড়ঙ্গ

রেলের আঁধার সুড়ঙ্গটা
ঝাঁপিয়ে এলো হঠাৎ,
আদিমকালের হিংস্রলোলুপ বিভীষিকার মতো।
মুছলো আকাশ, মুছলো আলো।
এক নিমেষে ডুবিয়ে দিলো
কোন্ পাহাড়ের গহন বুকের ভেতর।

অন্ধকারের নিরেট দেয়াল,
জলের ঝিরিঝিরি,
না-দেখা সব চাকার ঘরঘরানি,
সব ছাড়িয়ে তলিয়ে গেলাম
কালো কঠিন পাতাল-চেতনায়।

চিনি তো জল, আকাশ, মাটি
মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা ;
হঠাৎ যেন এ সব চেনার অতীত
গিরির গহন হৃদয় থেকে
উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে
পেলাম আরেক দিশা।
একটুখানি সবুজ প্রলেপ,
একটুখানি সুনীল জলের দোলা,
উঁচু ঢিবির কটা শুধু তুষার-সাদা চূড়ো ;
তারই মাঝে মৃত্যু-নিষেধ-গণ্ডী-টানা খাতে
দিগ্বিদিকে হন্যে হয়ে

হাতড়ে-ফেরা ব্যাকুল জীবন-ধারা—
হে ধরণী তোমায় শুধু ওই টুকুতেই জানি।
জানি না তো তারই অন্তরালে
গূঢ় গভীর বিরাট হৃদয় জুড়ে
কি যে শপথ লালন কর,
বহ্নি-তরল, লৌহ-কঠিন তবু!

সূর্যে তোমার নিষ্ঠা অটুট,
আকাশে তাই বাতিল কর ছুটি,
আত্মা তোমার তবু জানি
আরেক তপোমগন।

তারা হয়ে জ্বলবে নাকো
সূর্য হয়ে পালবে নাকো গ্রহ,
কোটি আলোক-বর্ষ দূরে
দীপ্তি তোমার পৌঁছবে না কভু।
মহাকাশের ধুলোর কণা—
হে ধরণী ধেয়াও তুমি
সে কোন্ শীতল সৃষ্টিছাড়া শিখা!
আপন বুকের কঠিন তপের তাপে
জড়ের প্রান্তে ছোঁয়াও প্রাণের যাদু,
প্রাণের আধার ভেঙ্গে ভেঙ্গে
নতুন ছাঁচে গড়ো বারম্বার
তৃপ্তি-বিহীন কত-না কল্পান্ত,

সেই অপরূপ পরম শিখার লাগি—
সর্ব-তিমির-বিদার যাহা
আলোর চেয়ে নিবিড় গাঢ় গূঢ়
চেতনা-বর্তিকা।

মহাকালের পলক-পড়া
আমাদের এই ক্ষণিক ইতিবৃত্তে,
সেই তপস্যা হতে,
একটি দুটি স্ফুলিঙ্গ কি ছিটকে এসে পড়ে?
উদ্ভাসিত সৃষ্টি হঠাৎ
চমকে উঠে থাকে স্পন্দমান।
জরা-মরণ-জর্জরিত,
রক্তলোলুপ দন্তে নখে
হানাহানির উদ্বেলিত জীবন-সীমা থেকে
তোমার শপথ নিমেষ তরে
বুঝিবা টের পেয়ে
আশাতে বুক বাঁধি।

আলোয় যাহা পেয়েও হারাই,
আজ সুড়ঙ্গ-পথে
সেই শপথের ছোঁয়ায় যেন
গভীর আমার মনে,
অয়স্কঠিন ব্রত কোনো জন্ম নিতে চায়।

নাম তার জানি নাকো ;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক,
—যুগে যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।

সব জনতার মাঝে বুঝি মিশে থাকে,
ছিলো চিরকাল ;
তবু তারে কারো মনে নেই।
অমরত্ব-লোভী কোন্ ফারাও-এর মৃত্যু-সমারোহ
সেও বয়ে নিয়ে গেছে অগণন বাহকের সাথে
গিজে না মেহুমে ;
মুহূর্তের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে তপ্ত বালুকায়
জনারণ্যে গিয়েছে হারিয়ে।

শ্রাবস্তীর জেতবনে
সুগতের মহা উপস্থানে
সেও বুঝি কোনো দিন দূর হতে করেছে প্রণাম,
হয়েছে সিঞ্চিত
প্রসন্ন সে নয়নের করুণা-কিরণে।

গ্যালিলির হ্রদের কিনারে
শুনেছে সুসমাচার বিস্মিত বিহ্বল ;
তারপর সেও বুঝি মানব-পুত্রেরে

বিকিয়ে দিয়েছে শুধু এক মুষ্ঠি স্বর্ণ-বিনিময়ে
আঁধারের পূজারীর কাছে।
'বাস্তিলে'র চূর্ণ ভিত্তি-মূলে
তারও বুঝি আছে পদাঘাত,
তারও ক্ষমাহীন ঘৃণা
গিলোটিন করেছে শাণিত
তারপর সীমাহীন 'স্টেপি'র তুষারে
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সূর্যাস্ত-সঙ্কেত
এঁকে দিয়ে গেছে নিজ হৃদয়-শোণিতে।

ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত, কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।

হিংসার ঝটিকা ওঠে,
ঢল নামে ভীতি আর মূঢ় বিদ্বেষের।
মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের
দিগ্বিদিক ঢেকে-দেওয়া শকুন-ডানার
ছায়া পড়ে গাঢ় হয়ে;
ক্ষীণ তার পদশব্দ

ফেরারী ফৌজ

জীবনের সমস্ত কল্লোলে
তবু মিশে থাকে।

তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হয়ে গেলো যেন পথের কিনারে।
নগর উৎসবে মত্ত ;
কল্লোলিত জনতার স্রোত
পথ দিয়ে বয়ে যায় দুরন্ত উল্লাসে ;
নিশান উড্ডীন ঊর্ধ্বে
শঙ্কাহীন স্বপনের মতো।
এরই মাঝে জানি না কখন
দাঁড়িয়েছে এসে পাশে,
ম্লান কণ্ঠে করেছে জিজ্ঞাসা
ঠিকানা কোন্ সে বুঝি অখ্যাত গলির ;
—সেথায় সে যেতে চায়, জানে নাকো পথ।
হেলাভরে দিইনি উত্তর
কিছুক্ষণ পরে দেখি সে গিয়েছে মিশে জনতায়।

ফিরেছি উৎসব হতে উদ্দীপ্ত হৃদয়ে
তবু যেন থেকে থেকে কি এক বিষাদ
ছুঁয়ে যায় মন ;
ভোলা যেন যায় নাকো নাম এক অচেনা গলির
আজো যার পাইনি ঠিকানা।

আদ্যিকালের বুড়ি

এক যে ছিলো অ্যামিবা,
আদ্যিকালের বুড়ি,
রোগ ছিলো তার খাই-খাই, আর
কিসের সুড়সুড়ি !
—কিসের কে জানে !

নেই কো মরণ হতভাগীর
নেই কো কোথাও কেউ,
ভেতরে তার ধুকধুকুনি,
বাইরে জলের ঢেউ।

মনের দুঃখে দুখান হলো,
লাগলো আবার জোড়া
যোগ-বিয়োগের খেলায় ভাবে,
পাবে রোগের গোড়া।

কালে কালে কতই হলো,
সেই অ্যামিবা মানুষ হলো,
মড়ার বাড়া গাল জানে না,
তবু ওড়ায় ঘুড়ি,
কেমন করে সারবে যে তার
আদিম সুড়সুড়ি।

চোখ গজালো, কান গজালো,
আরো কত কি,
দিগ্‌গজেরা বলে সব-ই
ভস্মে ঢালা ঘি !
—কিছু হয় না মানে !

‘তেন ত্যক্তেন’

ছাগলছানা লাফিয়ে চলে,
পড়লো তবু কাটা।
ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিলে,
হলো বলির পাঁঠা।

ধড়টা মরে ধড়ফড়িয়ে,
মুণ্ডু আছে ঠিক।
থাক বা না-থাক যার পাঁঠা সে
আপনি বুঝে নিক।

গুহ্য কথা উহ্য আছে,
বুঝতে যদি পারো,
ত্যাগ করে ভোগ করবে, লোভ তার
করবে না ধন কারো।

না মানে সান্ত্বনা।
ধু ধু করে চারিদিকে দিগন্ত মরুর
চেয়ে চেয়ে ভাবি শুধু
সেই পাখি আজো কত দূর!

কোনো দিন কোনো জালে
পড়েনি সে ধরা
খাঁচায় যায় না তারে ভরা।
অকস্মাৎ কোনো দিন
উড়ে এসে বসে আলিসায়
স্নিগ্ধ চোখে চায়।
কণ্ঠে তার কাঁপে কোন্ সুর,
অসীম দুপুর
হঠাৎ স্তিমিত হয়ে আসে
বটের ছায়ায়-ঘেরা
জলের ধারের ভিজে ঘাসে।

সে শুধু আকাশ নয়,
নয় শুধু বন
নয় শুধু বিফল স্বপন।
ভাবী সূর্য হতে ছেঁড়া
কোন্ এক ভয়ছাঁকা রোমাঞ্চিত রাত
—জীবনের আশ্চর্য সাক্ষাৎ!

প্রে তা য়ি ত

প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ
এইখানে থাকে,
এই নদীতীর থেকে ওপারের ধু-ধু-করা দিক-ছোঁয়া মাঠে
হারানো গ্রামের কোনো ভেঙে-পড়া মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়ায়
আপনাকে মেলে দিয়ে কখনো কখনো,
ধোঁয়াটে কুয়াশা গায়ে মাখে।

সমস্ত দুপুর ধরে
একা একা ঘাটের কিনারে,
ঝাঁকড়া অশথ গাছে একটি কি দুটি পাতা নাড়ে,
দু-একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে ঘুরে খসে-পড়া শুকনো পাতায়
কখনো বা স্তব্ধ হয়ে শোনে,
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।

যদি কোনো দিন ভুলে বস এসে ঘাটের ওপর
কোনো সন্ধ্যাবেলা,
তোমার হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না একেলা।
তোমার জীবন ঘিরে যদি কারো নাম
দিগন্তের মতো জাগে, নিরুদ্দেশ তবু অবিরাম,
তার কোনো দিনকার চেপে-রাখা একটি নিশ্বাস

ফেরারী ফৌজ

হয়তো লুকিয়ে এনে ছেড়ে দেবে অকস্মাৎ
ঝিরিঝিরি অশথের পাতা-কাঁপা কোমল আঁধারে

অথবা ওপার থেকে
একটি করুণ তারা তুলে
গড়ে দেবে যেন তার মুখ ;
—এই তার দুর্বোধ কৌতুক !

একবার ছোঁয়া যদি লাগে সে ভৌতিক,
তারপর হৃদয়ের কোথা কাল, কোথা দেশ, দিক !

জন্ম

সূর্যের প্রথম নাম
আমি রাখিলাম,
আমি তো দিলাম,
মাটি জল আকাশেরে প্রথম প্রণাম
তবু জানি, তা'ও কিছু নয়
সে তো নয় জয়।

সৃষ্টির মৌচাক,
মধু তাতে থাক্ বা না-থাক্
সারাক্ষণ গুঞ্জন-মুখর,
গ্রহতারা নীহারিকা
শৃঙ্খলিত সমস্ত প্রহর !

আমি যে এলাম সব শেষে
সেই এক তরঙ্গেতে ভেসে,
জানে না যা তীর কি সাগর ;
—উর্ধ্বশ্বাস রূপান্তর
শুধু যার নিত্য নিরুদ্দেশ।
এধারে বিস্ময় মোর ওধারে বিস্মৃতি.
—চেতনার অসংলগ্ন অলীক উদ্ধৃতি !

তবুও আকাশ হলো
সহসা অবাধ অবকাশ,
ছিন্ন হলো সময়ের পাশ,

মৃত্যুর ভ্রূকুটি-ভরা উর্ধ্বফণা তরঙ্গের তলে
বালুবেলা পরে যেই লিখে এক বিদ্রোহীর নাম
আমি হাসিলাম।

কথা

তারপরও কথা থাকে,
বৃষ্টি হয়ে গেলে পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন
আবছায়া মেঘ মেঘ কথা।
কে জানে তা কথা, কিম্বা
কেঁপে-ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।

সে কথা হবে না বলা তাকে।
শুধু প্রাণ-ধারণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে
অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।

অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে।
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে কথায় ধরে!
তুষারের মতো যায় ঝরে
সব কথা কোন্ এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের।
হাত দিয়ে হাত ছুঁই
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।
সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়।

বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়।

তারপর জীবনের ফাটলে ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো
হৃদয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে ফাঁস দিয়ে
রাখে সারাদিন।

শুধু একবার
যখন অনেক রাত
ঝিম্‌ঝিম্ ঝিঁঝিতে ঝাঁঝরা,
জানালায় বৃষ্টি এসে টোকা দিয়ে ডাকে,
খিল খুলে রোয়াকে দাঁড়াই,
তারাদের হাঁপ-ধরা হাওয়া বয়
শুনি সাঁইসাঁই ;
হয়তো তখন,
দূরের বিদ্যুতে-কাঁপা ভিজে অন্ধকার হয়
ঠিক যেন তাকে মনে-পড়ার মতন।

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো!
সে পদ্ধতি কত বা প্রাচীন ;
আমার বুকের এই ধুক্‌-ধুক্ ঢের পুরানো যে!
আদিম সাগর থেকে ধার-করা নোনা রক্ত
পুরানো তো আরো।

সে রক্ত কি ঘড়ি ধরে ঠিক
হৃদয়ে যোগান দেবে রোজ শুধু নিয়ম মাফিক!
সাগরের সব নুন শোধ করে তার

ফেরারী ফৌজ

নেই আর চাঁদ-ধরা একটা জোয়ার ?
একটি কি নেই তার পাখি,
সুবিশাল সাদা ডানা মেলে
সময়ের সীমান্ত যে পার হতে সাহসী একাকী ?

বাড়িঘর ডিঙি আর সাঁকো
কত বার ভাঙাগড়া হবে, জানি নাকো।
পৃথিবীর রোদ বৃষ্টি আলো অন্ধকারে
পোড় খেয়ে, টোল খেয়ে,
পাকা আর ঝানু হয়ে, আমাদের খুলি আর হাড়,
আগামী কালের তাজা ফসল ফলাতে
বার বার পলি পড়ে হয়ে যাক সার।
একদিন কিন্তু হৃদয়ের
তার সাথে চেনা হয়।

যত কিছু মোড়া আছে সব খুলে খুলে
উজ্জ্বল হৃদয় গিয়ে ওঠে এক বিস্ময়ের কূলে,
সময়-ছাড়ানো।
বালুচর নদীজলে যত রোদ জ্বলেছে খানিক,
সূর্যতপ্ত যত গান গলে গেছে
আগেকার হারানো হাওয়ায়,
সব যেন মাছ হয়ে পাখি হয়ে রূপালি সোনালি
আর এক মানে ফিরে পায়।

আর এক নক্সা পায়
ছেঁড়াখোঁড়া ছড়ানো জীবন।

তবু থাকে প্রাচীন পদ্ধতি,
তবুও সময় বয়ে যায়।

রাতের শিশির ধরে ঘাসে ঘাসে মাকড়ের জাল
যেমন জমিয়ে রাখে ঝক্‌ঝকে আশ্চর্য সকাল,
তেমনই হৃদয়
তাই কটি মুহূর্তের করুণ সঞ্চয়
গোপন কাঁটার মতো বয়।

আরো এক

আরো একজন আছে
নাম যার ধরি না কখনো।
মনে পড়ে যায় শুধু
কাজ সেরে ক্ষেত ও খামারে,
ঘাম মুছে এক হাতে
জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন,
শুনি তার নিশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার,
শিহরায় অরণ্য গহন।

এ-বেড়া হবো না পার!
ঘরে ফিরে গিয়ে ফের
হেঁসেলের গন্ধ নিয়ে বুকে
আলো জ্বেলে মেলাবো হিসেব,
যার কাছে যত দেওয়া-নেওয়া,
পাণ্ডা ও পুলিশ আর চালের আড়ত,
অতীত ও বর্তমান, দূর ভবিষ্যৎ।

সব বোঝাপড়া শেষে
তবু জানি রইল কি ফাঁকি।
বিনিদ্র রজনী ধরি
রক্তাক্ত হৃদয় তাই গুণবে একাকী।

নিঃসঙ্গ

নদী যদি পড়ে পথে যেতে,
কেউ কেউ চুপচাপ বসে নাকো গিয়ে তার ধারে,
প্রাণপণে অনেক কৌশলে
ইট কাঠ লোহা এনে পোল বাঁধে এপারে ওপারে :
তারপর চলে যায় আর কোন্ পাহাড়ের লোভে,
সমারোহে সব সূর্য যেখানেতে ডোবে।

আর কেউ সেই তীর দেখে মেপে মেপে,
তারপর বসে মাটি চেপে,
ঘাট বাঁধে, পাতে হাট,
দেখিয়ে বিস্তর ঠাট,
যত পারে বড় করে' গড়ে গোলাঘর,
চুপিচুপি শুষে নেয় নদী ও প্রান্তর।

তারা জানে পাকাপোক্ত যতখানি ভিত,
জীবনের ততখানি জিত।
মোটা মোটা থাম দিয়ে তারা তাই
উঁচু করে কোঠাঘর তোলে,
নদী আর সময়ের ঢেউ,
যাতে না পায় নাগাল।
আর যারা আছে সব
স্রোতে এসে স্রোতে ভেসে যায়,
গোলা থেকে কোঠাবাড়ি
যখন যেখানে যার আনাচে কানাচে ঠেকে যায়,

ফেরারী ফৌজ

খানিক দাঁড়ায় আর—
কুড়িয়ে যা পায় তাই খুঁটে নিয়ে খায়।

এদের কারুর সঙ্গে তোমার বনে না কোনো দিন,
তবু তুমি নও বেদুইন।
দিগন্তের তারা নয়,
হৃদয়ের আরেক আকাশে
দুর্নিরীক্ষ্য কোনো এক নীল তারা হাসে।
চেনা তারে যায় কিনা, তাই স্রোতে ভাসো,
নায়ে তবু রাখো না নোঙর,
আবার কখনো তীরে তার তরে বাঁধো খেলাঘর।
তবু প্রাণ কোনোখানে মেলে না শিকড়।

ওরা কেউ স্রোত চেনে, কেউ চেনে তীর,
তারো চেয়ে আরো সুগভীর
কে জানে পেয়েছে কিনা আর কোনো মানে!

তোমার জীবন ফোটে
শুধু এক নীল তারা পানে।

তিনটে জোনাকি

একটি জানালা আর
জানালার ফাঁকে কটি তারা ;
তাই নিয়ে রাত প্রায় সারা।
মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে হাওয়া,
যেন কার চুপিচুপি গাওয়া
ভাষা-ভীরু সোহাগের গান—
মন যার খোঁজে না প্রমাণ।

আলো জ্বেলে খুলে আছি খাতা,
ধু ধু করে শুধু সাদা পাতা।

এতক্ষণ ছিলাম একাকী।
ঘরে এলো তিনটে জোনাকি !

যদিও মেঘ চরাই

হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,
কখনো বৃষ্টি কখনো আলো ছড়াই
অথবা রং চড়াই।
তবুও ভেবো না ভেবো না
যার যা খাজনা দেবো না।
ক্ষেতের ফসল আমিও কেটেছি
শূন্য নয় মরাই।

যদিও বাঁধন না মেনে হই উধাও,
গরল যেমন তেমনি চাখি সুধাও,
কিম্বা যা কিছু দাও।
তবুও ভেবো না ভেবো না,
মেলায় মুজরো নেবো না।
দল ছাড়া বলে বদলেছি কিনা
ও-কথা মিছে শুধাও।

সংশপ্তক

এখনো যে তারা ফেরারী,
মাঝরাতে উঠে বিছানায়
যারা শুনেছিলো আঁধারে
শিঙা বাজে কোথা সাজবার।

বার হয়ে এসে উঠোনে,
দেখেছে রাতের আকাশে,
আগামী দিনের সূর্য
গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়ানো।

প্রতিকণা তার কুড়িয়ে
এড়িয়ে রাতের পাহারা,
মরু-যুগান্ত দুর্গম
পার হয় তারা গোপনে।

হায়, সীমান্ত সরে যায়
ফুরোয় না কাল রাত্রি।
দিশাহারা মহামরুতে
কে কোথায় যায় হারিয়ে।

সূর্যের কণা চূর্ণ
তাই হেথা সেথা ছড়ানো।
আজো তারা সব ফেরারী
রাত যারা মুছে ফেলবে।

ফেরারী ফৌজ

তবু গুঁড়ো গুঁড়ো সূর্য
মাঝে মাঝে ওঠে ঝল্‌সে
কালে কালে দেশে বিদেশে
গুপ্ত সেনার কৃপাণে।

জড় করে সব কণিকা
আগামী দিনের সূর্য
কবে তারা গড়ে তুলবে
সংশপ্তক বাহিনী!

সপ্ত সাগর কিনারে
আজো শিঙা বাজে অবিরাম,
ফেরারী ফৌজ সাড়া দাও
অজ্ঞাতবাস হলো শেষ।

নৌকো

মনে পড়ে
নুলিয়াদের সেই নৌকো,
ঢেউএর নাগাল ছাড়িয়ে
শুকনো বালির ওপর কাঠের ঠেকো দিয়ে আটকে রাখা
মনে পড়ে
তারই ওপর গিয়ে বসেছিলাম
সেদিন প্রথম রাতে!

কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া,
চাঁদ উঠতে আর দেরি নেই।
সমুদ্রে যেন তারই অস্থির উত্তেজনা,
হু হু-করে-বওয়া হাওয়ায়
তারই উদ্দাম উদ্বেগ।

শুধু বসেছিলাম পাশাপাশি,
হাত তো ধরিনি, বলিনিও কিছু।
কিই বা বলবো সমুদ্রের চেয়ে ভালো করে!
উদ্দাম হাওয়াতেই ছিলো আমার আলিঙ্গন।
ছুঁইনি তাই।
মনে কি পড়ে,
হঠাৎ নৌকোটা উঠেছিলো দুলে,
বুঝি হাওয়ায় বালি সরে গিয়ে
কাঠের ঠেকো একটু নড়ে উঠে,
কিম্বা বুঝি সমুদ্রেরই ডাকে।

ফেরারী ফৌজ

একটু শিউরে উঠেছিলে
হেসে উঠেছিলে তারপর।
'যদি···?'
একই প্রশ্ন বুঝি উঠেছিলো
ছু'জনের চোখে ঝিলিক দিয়ে।
যদি নৌকো যায় ভেসে
চাঁদ ওঠার এই থমথমে প্রহরে
তরল রাত্রির মতো নীলাগলানো এই সমুদ্রে!
যদি নৌকো ভেসে যায় হঠাৎ
সম্ভবের এই কঠিন শাসন
কাঠের ঠেকোর মতো ঠেলে ফেলে!

তা কি কখনো যায়!
জানি, জানি এ যে নুলিয়াদের জেলেডিঙি
শুধু মাছ ধরতেই জানে।
সে নৌকো থেকে নেমে এসেছি,
ফিরে এসেছি সেদিনকার সেই সমুদ্রতীরে থেকে
বাঁধানো রাস্তার এই শহরে,
দেওয়াল-দেওয়া এই ঘরে।

তবু জেনো সে নৌকো কেমন করে এসেছে সঙ্গে,
জেনো সে নৌকো চিরদিন থাকবে তৈরি
সম্ভবের তীরপ্রান্তে
আশায় উদ্বেগে কম্পমান।

ট্রেন থেকে

ট্রেনের কামরায় ছিলাম বসে,
মাঠ বন গ্রাম যাচ্ছিল বয়ে
জানালা দিয়ে দুরন্ত স্রোতে।
হঠাৎ বৃষ্টি এলো ছুটে, দূর দিগন্ত থেকে
সার-বাঁধা বিরাট এক ফৌজের মতো—
ধরবেই—আমাদের ধরবেই!
ট্রেনের সঙ্গে যেন তাদের দৌড়ের পাল্লা।
আকাশে পড়লো সাড়া
সাড়া পড়লো আমার মনে।
অনেক দিন এমন ছোটা আর ছুটিনি,
এমন ছাড়া পায়নি আমার মন
আকাশ-ছোঁয়া তেপান্তরে
পক্ষীরাজে-চড়া রাজপুত্তুরের মতো।

নতুন পোল

বড় গঙ্গার দুধারে
নতুন পোলের দুই আধেক-তৈরি বাহু
যেন ফণা তুলে আছে !
রাতের অন্ধকারে
তাদের চোখে যেন হিংস্র বিষের ঝিলিক্ !

জাহাজে, জেটিতে, স্টীমারে, ক্রেনে
এ নদীর অনেক লাঞ্ছনা তো দেখছি,
তবু কেমন ভয় হয় আজ !
সামান্য নদী পার হওয়ার
যেন বড় ভয়ঙ্কর ভূমিকা !

গ্রা মা ন্তে রা ত্রি

গ্রামের উপর রাতের নিবিড় অন্ধকার
স্বযুপ্তিতে জমাট।
হঠাৎ কোথায় উঠল একটা কোলাহল।
শব্দের একটা ঢেউ,
নিথর নিস্তব্ধতার সায়রে দুলে উঠেই
গেল মিলিয়ে।
কটা উত্তেজিত কুকুরের অকারণ চিৎকারে
শুধু তার প্রতিধ্বনি রইল খানিক জেগে।

উৎকর্ণ হয়ে রইলাম খানিক
প্রচণ্ড কৌতূহলে—
তবু কিছুই গেলো না জানা।

কাল সকালে দিনের আলোয়
এ-কৌতূহল কোথায় যাবে হারিয়ে।
তবু এই নিস্তব্ধ রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে
গ্রামান্তের এই অস্পষ্ট কোলাহল
কি আতঙ্কের শিহরণ তুলে গেলো আমার মনে!

নিশ্ছিদ্র রাত্রির বিরাট মসিকৃষ্ণ যবনিকায়
যেন ইতিহাসের সমস্ত অসংলগ্ন দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত!
সুপ্ত আর্যাবর্তের শিয়রে গান্ধারের গিরিপথে
হিংস্র হূন-বন্যা এলো ঝাঁপিয়ে,
মিশরের মরুভূমিতে বেজে উঠলো বর্বর বাহিনীর দামামা,

ফেরারী ফৌজ

বিস্মৃত কোন ইট্রাস্‌কান্‌ নগরীর শেষ আর্তনাদ
উঠলো আকাশে !

তারপর গভীর গহন স্তব্ধতা।
ইতিহাসের সমস্ত রক্তাক্ত অধ্যায়ের মতো
গ্রামান্তের ক্ষণিক কোলাহল
রাত্রির অতল তিমিরে লুপ্ত।

স্তব্ধতা

হে আমার মৌন নীল রাত্রি,
তোমার স্তব্ধতা কি ভাঙবে
শুধু শকট-ঘর্ঘরে!
হে আমার কালো গাঢ় সাগর-অতলতা,
তুমি কি ঢেউ তুলবে
শুধু মৎস-পুচ্ছ-তাড়নে!

হাটে তো যেতেই হবে,
দরদস্তুরও করবো।
জাঁতাও ঘোরাবো,
কিম্বা লাঙলও ঠেলবো
নতুন বৃষ্টি-ভেজা মাঠে ;
কিন্তু প্রান্তর-সীমায়
ওই বাজ-পড়া ন্যাড়া গাছটা তবু কাটবো না।
ফুল ফোটে না ও-গাছে,
ফলও ধরে না।
শুধু ওর আঁকাবাঁকা মরা ডাল বেয়ে
কোন্ মৌন নীল স্তব্ধতা আসে
আমার নিঃসঙ্গ অভিসারে।

পোলের ওপর পাঁচুই মাঘ

নদীর ওপর সকালবেলার কুয়াশা
যতবারই দেখি না, মন কেমন কেঁপে ওঠে।
জাহাজ স্টীমার জেটি ক্রেন আর
বিরাট যত কারখানা,
নদীর উপর হুমড়ে-পড়া আকাশ-কাটা শহর
মনে হয়, এই গেলো মুছে,
জল-মাখানো তুলির টানে কাঁচা ছবির মতো।

কি আছে সেই ছবির তলায়—একেবারে সাদা
ভাবীকালের কোন্ ভাবুকের
দিশাহারা রঙ-না-লাগা ভাবনা,
মন বুঝি তা টের পেয়েছে একটু।

আমার ছায়া পড়লো না আজ রোদ-লুকোনো ভোরে
নতুন পোলের গায়ে।
এই আনন্দে তবু হলাম পার,
পাঁচুই মাঘের ঝাপসা তারিখ ময়লা কাচের মতো,
আমার বুকের হাওয়া লেগে তো
একটুখানি হবে পরিষ্কার,
আরেক অবাক নতুন ছবির জন্যে।

ফ্যান

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিম্বা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত !
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে,
—আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনা পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান।
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান ;

একদিন এরা বুঝি চষেছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল,
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনো দিন নিয়েছিলো কেউ।
জানে নাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টলানো।

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,

ফেরারী ফৌজ

ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান,
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ!
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,
পচে পচে আপন বিকারে
এই অন্ন হবে নাকি মৃত্যুলোভাতুরা
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা?

রাজপথে কচিকচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন?

ছোঁয়া

সারাদিন ঘেঁষাঘেঁষি মানুষের ভীড়ে
কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয়ে শরীরে।

রাত হলে একা ঘরে এসে
একে একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,
একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে
হৃদয়ের একেবারে কাছে।

যে শহরে শুধু ধুলো ধোঁয়া,
সেখানে কোথায় এই ছোঁয়া
লেগেছিলো কার ?
কত ভাবি তবু মনে পড়ে নাকো আর।

অপরিচিতের এই উদাসীন অচেনা নগরে
কাটালাম বহুদিন প্রবাসীর মতো,
শুনেছি অনেক নাম, ভুলে গেছি কত,
একা একা হেঁটে হেঁটে গেছি কত দূর,
তবু এতদিন দেখা পাইনি সে একটি বন্ধুর।

চোখ তারে চেনে নাকো,
মন তার জানে না প্রমাণ।
চেতনার অন্ত পিঠে শুধু
আজীবন বয়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান

ফেরারী ফৌজ

অগণন মানুষের ভীড়ে
কখন সে অভিজ্ঞান হলো বিনিময়
আনমনা জানে না হৃদয়।
তারপর নগরের দুটি বাতায়নে
একটি অতল রাত্রি বয় দুটি মন থেকে মনে।

প্র হ স ন

সূর্যের অঢেল রোদ পৃথিবী পেয়েছে এযাবৎ।
অরণ্য-রসনা বেয়ে
সেই রোদ নেমে গেছে
পৃথিবীর সুগভীর পঞ্জরের তলে
গাঢ় গূঢ় প্রস্তরে পুঞ্জিত।

তবু মানুষের বুকে
কি দুর্ভেদ্য কঠিন আঁধার!
কি আদিম অন্ধ বিভীষিকা
কবন্ধের মতো সেই মহারাত্রি-শাসিত শ্মশানে
হানা দিয়ে ফেরে!

এই তো শরৎ হাসে শুভ্র মেঘে কি প্রসন্ন হাসি!
জলে স্থলে কি মধুর মায়া!
—এ-বিদ্রূপ রাখো মহাকাল
কেন এই নিষ্ঠুর ছলনা?
বুক যার অন্ধকার, চোখে তার এ-আলো নেভাও।
উদ্ভাসিত চেতনার অলীক এ-বিভ্রম ঘুচায়ে,
ডোবাও আদিম পঙ্কে,
নখ-দন্ত-আস্ফালিত
তামসিক জীবনের রুধিরাক্ত গহন প্রবাহে!
সেখানে শরৎ নেই,
অর্থহীন হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ।

শুধু আছে ভয় আর হিংস্র জয়োল্লাস,
শুধু মৃত্যু, শুধু প্রাণ-ধারণের শ্বাস,
শুধু জৈব, অন্ধ আত্ম-বিস্তার-তাড়না !
তারই মাঝে নিহত চেতনা
সর্বদায়মুক্ত ।

সীমাহীন সময়ের এ ক্ষণিক মরীচিকা-মায়া,
মানুষের সভ্যতার এ দুঃসহ ব্যর্থ প্রহসন,
কেন আর ?

তিনটি গুলি

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেলো চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেলো কোথায় প্রভাত।

তুমি কত কিছু দিলে,
তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি,
সূর্যের মতন দিলে সব পরমায়ু
বিকিরিত প্রেমে করুণায়।
আমরা দিলাম শেষে তুলি
তিনটি কঠিন ক্রূর গুলি।

প্রথম গুলির নাম
          অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
          নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী-হিংসা
          তৃতীয় গুলির পরিচয়।

তিনটি গুলির শব্দ!
অন্তহীন তার প্রতিধ্বনি
কেঁপে কেঁপে দিগন্ত ছাড়ায়,
মানুষের ইতিহাস পার হয়ে যায়।

ফেরারী ফৌজ

দূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে চেয়ে দেখি —
পিস্তলের শব্দ আর নয়।
অগণন মানুষের বুকে বেজে বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত সেই শব্দ নিজেরে ভোলে যে ;
হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ
মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।
মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।